দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 21 MAR 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

60

019

কালে-অকালে

কালপুরুষ

বাংলাদেশের চারটি বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এ পরীক্ষায় প্রায় সাড়ে চার লাখ ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করছে। এ সংবাদে দেশবাসীর আনন্দে বুকে ঢোকা দেবার কথা। কিন্তু পরীক্ষার নামে দেশের পরীক্ষা কেন্দরসমূহে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে— তাকে এক কথায় রাম-রাবণ কাণ্ড ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। সংবাদপত্রসমূহে বড় বড় অক্ষরে চার কলাম পাঁচ কলামব্যাপী শিরোনামে বলা হয়েছে— পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহে হাঙ্গামা, গুলী, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, সংঘর্ষ, টিয়ার গ্যাস ও গ্রেফতার এবং বহুসংখ্যক কেন্দ্রে পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা।

পাঠক-পাঠিকা 'ক্যামুন বুঝতাছেন'? এই নাকি পরীক্ষা! অতীতে আপনারা কি কখনো এমনটি ঘটতে দেখেছেন? কিংবা পরীক্ষার নামে শুনেছেন এমন কথা? আমরা তো শুনে 'আটাশ' হয়ে গেছি। পত্রিকায় লিখেছে এসএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ইংরেজী পরীক্ষার দিনে— দেশের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে ৪ হাজারেরও বেশী ছাত্র-ছাত্রীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। নকল, সরবরাহের অপরাধে একশ' পঞ্চাশ জন বহিরাগত অছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নকল সরবরাহের অভিযোগে ২৭ জন শিক্ষক-পরিদর্শককেও পরীক্ষার হল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে সংঘটিত হাঙ্গামা ও হট্টগোলে ১০ জন পুলিশসহ একশ' ৬ জন আহত হয়েছে। এছাড়া রাউজানের একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে অগ্নিসংযোগ ও কিছুসংখ্যক কেন্দ্রে ভাংচুর করা হয়। শনিবারের ইংরেজী পরীক্ষার বোর্ডওয়ারী বহিষ্কারের তালিকাটা দিলে পাঠক-পাঠিকা আরো বেশী আনন্দ পাবেন বলে আমার ধারণা। এই পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের ১ হাজার ৩শ' ৮৫ জনকে বহিষ্কার করা হয়, রাজশাহী বোর্ডে বহিষ্কৃত হয় ১ হাজার ৪শ' ৭৮ জন, কুমিল্লা বোর্ডে বহিষ্কার করা হয় ৯শ' ২৩ জনকে এবং যশোর বোর্ডে বহিষ্কার করা হয় ৫শ' ১৯ জন ছাত্র-ছাত্রীকে। শুধু এইটুকুই নয়। এই আরো কিছু মালসামান অবশ্যই পাঠক-পাঠিকাদের হুজুরে হাজির করা দরকার বলে মনে করি।

কক্সবাজারের রামু হাই স্কুল কেন্দ্রের কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট ও পরিদর্শকরা পরীক্ষার্থীদের দেহখানা তল্লাশী করে দেড় বস্তা নকল উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। এসব নকলের ওজন প্রায় এক মণ। পুলিশরা পরে এ সকল পাণ্ডিত্বের প্রমাণাদি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়।

এটুকু শুনেই আশা করি পাঠক-পাঠিকা 'ব্যস, ব্যস' বলে সংবাদপত্রগুলোকে তথ্য পরিবেশন থেকে বিরত করবেন না। এই সঙ্গে পরিবেশনের মত পুদিনা পাতার চাটনি তুল্য আর সামান্য একটু সংবাদ বাকী আছে। চট্টগ্রাম মীরেরশ্বরাই নেভী হাই স্কুল কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে পুলিশ ১০ (দশ) বস্তা নকল উদ্ধার করেছে এবং এই কির্তির সংগে জড়িত থাকার অভিযোগে তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতারও করেছে। এক সকল হুড়-হাঙ্গামার কারণে সারা দেশেই অনেক পরীক্ষা কেন্দ্রের পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং সে সকল বন্ধ পরীক্ষা আবার কবে অনুষ্ঠিত হবে বা হতে পারে সে সম্পর্কে কোন তাৎক্ষণিক তথ্য পাওয়া যায় নাই।

কিন্তু তা না হয় নাই পাওয়া গেল। আজ পাওয়া না গেলেও কাল কিংবা পরশু সে তারিখের তথ্য পাওয়া যাবে। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে— পরীক্ষার নামে এ ধরনের লঙ্কাকাণ্ড ঘটে কেমন করে কারা ঘটায়? কেন ঘটায়? এর জন্য দায়ী কে বা কারা? একটা দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এমন অরাজকতা ঘটিয়ে, জাতিটাকে ধ্বংস করে কার কি স্বার্থ উদ্ধার হবে বা হতে পারে বলে মনে করেন?

এ কথা সত্য যে, দেশ থেকে শিক্ষার চর্চা ওঠে গেছে বহু আগেই। বলা যায় একাত্তুরর পর থেকেই। তখন থেকে স্কুল আছে, নতুন নতুন স্কুল স্থাপনও করা হচ্ছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত হচ্ছেন। ছাত্র-ছাত্রীতে স্কুলে স্থান সংকুলান হয় না। কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকারা স্কুলে পড়ান না— শুধু বেতন হিসেবে প্রতিষ্ঠানের অর্থ লুটেন আর 'টিউশনি' করেন। তারা টিউশনি করেন বলেই স্কুলের ক্লাসগুলোতে পড়ানোর নিয়মকানুন তারা তুলে দিয়েছেন। ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে পড়াশুনা করে না বা করতে পারে না বলেই টিউটার তাদের জন্য অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

এখন টিউটর ছাড়া কোন ছাত্র-ছাত্রীই আর পড়াশুনা করতে রাজী হয় না। সে কারণে পরীক্ষায় কোনক্রমে পাস করতে পারে এমন পর্যায়ের গরীব ছাত্র-ছাত্রীকে শুরু করে মেধা তালিকায় স্থান লাভ করতে পারে এমন ছাত্র-ছাত্রীরাও প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ে। এভাবে বিষয়টি আমাদের সমাজে প্রায় সার্বজনীন হয়ে থাকলেও কোন টিউটর (স্কুলের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকারাও টিউটরী করে থাকেন) ইনভিজিলেটর হওয়ার সুযোগে বা অন্যরূপে পরীক্ষার হলে ঢুকে ছাত্র-ছাত্রীদের নকল সরবরাহ করবেন এ কথাও কি কেউ কল্পনা করতে পারেন? বিশ্বাস করতে পারেন কেউ? অথচ এবারের এসএসসি পরীক্ষার হলে তাই হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সাড়েসর্বনাশ ঘটিয়ে তাদের রসাতলে পাঠাবার কাজ শিক্ষক এবং টিউটররাই বিশেষ পারঙ্গমতার সাথে করেছেন এবং ২৭ জন শিক্ষক পরীক্ষার হল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। নকল সরবরাহ করেছেন অথচ ইনভিজিলেটর বা কর্তব্যরত কর্মকর্তার হাতে ধরা পড়েন নাই এমন শিক্ষকের সংখ্যা কত তা অবশ্য জানা যায় নাই। পরীক্ষার প্রথম দিনে অবশ্য বহিষ্কৃত শিক্ষকের সংখ্যা কিছু কম ছিল। ওয়াকেবহাল মহলের মতে, যে সকল শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনি করেন তারা ছাড়াও নগদ অর্থের বিনিময়ে আরো অনেক শিক্ষক নকল সরবরাহ করে থাকেন। এ ছাড়াও এমন এক শ্রেণীর লোক পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের ভাড়াটে হিসেবে কাজ করে থাকে যারা ছাত্র-ছাত্রীও নয়— শিক্ষক টিউটরও নয়। এরাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অবাধে নকল সরবরাহ করতে না পেরে হাঙ্গামার সৃষ্টি করে এবং মারপিট, ভাংচুর এমনকি অগ্নিসংযোগ পর্যন্ত করে থাকে। এদের কোন কিছুতে বাধা দিতে গেলে পুলিশ এবং কর্তব্যরত অফিসাররাও এদের হাতে নাজেহাল হয়ে থাকে। অনেক পরীক্ষা কেন্দ্রে এমন ঘটনাও দেখা গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

এর পর এসএসসি পরীক্ষার এই পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের আর কি বলার থাকতে পারে? আপনারা পাঠক-পাঠিকারাও বিবেচনা করে দেখতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনা করতে আগ্রহী নয়। টিউটর স্যার পরীক্ষা পাস করিয়ে দেবেন বলে তাদের ভরসা। শিক্ষক-শিক্ষিকারা স্কুলে শিক্ষাদান করা বন্ধ করে টিউটরী করেন।

পরীক্ষার হলে শিক্ষক ও টিউটররা নকল সরবরাহ করেন এবং বাইরের ভাড়াটিয়া শিক্ষক অশিক্ষকরা তাদের ডিফেন্স দিয়ে থাকেন। বস্তা বস্তা নকল তো প্রতিহত করতেরনই না, বরং কর্তব্যরত অফিসার ও পুলিশা তাদের তে নাজেহাল হয়ে থাকেন। শিক্ষার ম এ এই১ '১: ।স কিনা এবার আপনারই বিবেচনা করে দেখুন? সুতরাং বহু ক্লাউন সমন্বিত পরীষা নামক এ সম্পর্কে কার কি লার থাকতে পারে বলুন?

তবুও আমরা বলি। এর আগেও আমরা আমাদের বহু লেখায় বলেছি— আমাদের দেশে কোন স্বাধীন জাতি শোভন শক্ষানীতিনাই। পরণীতইহয় নাই আদৌ। বৃটিশ আমলের শিক্ষানীতির পচা বিড়ালটা এখনো টেনে চলেছি আমরা। ফলে পচা বিড়ালের বিষাক্ত প্রভাবে গোটা জাতিই এখ আাদমক্খপচে ঠছে। শিক্ষার নামে খাবি খাচ্ছেঅপম্যুর। কিংৎউ এততুলে চেকেউ।লোচ্য এসসেসি পরীএ্য উঃসহ কাণ্ড শুরু হয়েছে— তা যদ এই মুহূতের ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ধুয়ে ফেলা না হয় তাহলে এা নিচিশ্চত করে বলা যায় যে; আগামী এই পরীক্ষায় জাতিকে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে নামতে হবে।

কিন্তু এ আশংকা সত্ত্বেও দুঃখের কথা কব্ কারে? সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপরে অথবা নিজে যারা সমাসীন তারা সবাই চোক্ষুমান। তারা সবাই সবকিছু দেখেন, শুনেন, জানেন। কিন্তু প্রশ্ন শুধু একটাই যে, তারা কিছু বুঝেন কি-না? জাতির গতকাল, আজ এবং আগামীকাল সম্পর্কে তাদের চিন্তা-চেতনা সজিব ও সবল কি-না? অবশ্য তাহলে পরিস্থিতির হেরফের হতে দেখা যেতো, কিন্তু কৈ, দেশবাসী তেমন তো কিছু দেখতে পাচ্ছে না। আগামীতে কি তাহলে জাতিকে লাঠিসোটা নিয়েই এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে?

একথা বলাই বাহুল্য যে, শিক্ষার নামে বৃটিশ আমলের যে পচা বিড়ালটাকে নিয়ে গোটা জাতি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে— তাকে আমূল টেনে তুলে বুড়িগঙ্গায় ফেলে দেয়া দরকার। মনে রাখা দরকার কোন স্বাধীন জাতিই পরাধীন আমলের আইন-কানুন, শিক্ষা ও চিন্তা-চেতনা নিয়ে সম্মানিত স্থান দখল করতে পারে না। কোন দেশে তা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং আমরা দেশের এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের বলবো আপনারা যদি কিছু করতে নাই পারেন তবে কি জাতিকে কোন সাহসী পুরুস্কারের অপেক্ষায় দিন গুনতে হবে?